বার্ষিক প্রতিবেদন-২০২২-২৩

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

১। **ভূমিকা**। 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' নামে খ্যাত ২২৮ বছরের ঐতিহ্যবাহী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) জাতির গৌরব ও আস্থার প্রতীক। বিজিবি'র রয়েছে সুদীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস। মহান মুক্তিযুদ্ধে এ বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আমাদের অনুপ্রেরণার উৎস। ১৯৭১ এর ২৫ মার্চের কালরাতে বিজিবি (তৎকালীন ইপিআর) সদর দপ্তর, পিলখানায় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর কাপুরুষোচিত আক্রমণে ইপিআর এর অনেক বাঙালি সদস্য শহীদ হন। আরো অনেকে দখলদার বাহিনীর হাতে আটক ও নিষ্ঠুর নির্যাতনে পরবর্তীতে শাহাদত বরণ করেন। ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে ইপিআরের সিগন্যাল সেন্টারের কর্মীরা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বাধীনতার ঘোষণা ওয়্যারলেসযোগে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। এ বাহিনীর প্রায় ১২ হাজার বাঙালি সদস্য মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন এবং শত্রুদের মোকাবেলা করে ৮১৭ জন সদস্য শাহাদাত বরণ করেন। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ এ বাহিনীর ২ জন বীরশ্রেষ্ঠ, ৮ জন বীর উত্তম, ৩২ জন বীর বিক্রম এবং ৭৭ জন বীর প্রতীক খেতাব অর্জন করে বিজিবি'র ইতিহাসকে মহিমান্বিত করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ এ বাহিনীকে ২০০৮ সালে 'স্বাধীনতা পদকে' ভূষিত করা হয়। কালের বিবর্তনে এ বাহিনীর নাম বিভিন্ন সময়ে পরিবর্তন করা হয়েছে। ২০০৯ সালের ২৫ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি পিলখানায় সংঘটিত অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনার প্রেক্ষিতে দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যুগোপযোগী করতে বিজিবি পুনর্গঠন রূপরেখা-২০০৯ প্রণয়ন করা হয়। সে অনুযায়ী এ বাহিনীর নতুন নামকরণ করা হয় 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ'। ২০১০ সালের ২০ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদে 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন ২০১০' পাশের মাধ্যমে এ বাহিনীকে ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বিগত ১৩ বছরে এ বাহিনীর সর্বক্ষেত্রে সরকারের যুগান্তকারী উন্নয়ন ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের ফলে শৃঙ্খলা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারীত্বের উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বিজিবি আজ জনসাধারণের আস্থার প্রতীকে পরিণত হয়েছে। নিম্নে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবি'র বিভিন্ন কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হলো:

২। **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের স্বতন্ত্রভাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে মোতায়েন**। বিজিবি দিবস-২০১৬ উপলক্ষে সদর দপ্তর বিজিবি, পিলখানা, ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দরবারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির প্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর কোটা হতে অত্র সংস্থার অনুকূলে কিছু আসন বরাদ্দ করা হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে বিজিবি সদস্যগণ যাতে সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর ন্যায় প্রাপ্য বেতন ভাতাদি অব্যাহত রেখে সেনাবাহিনীর সাথে মিশনে গমন এবং মিশন শেষে দেশে ফিরে স্ব স্ব পদে চাকুরীতে বহাল থাকার অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়াও গত ২৮ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বিজিবি সদস্যদের মিশনে গমনের ব্যাপারে পুনরায় প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৩। **অবসরোত্তর বিজিবি সদস্যগণ'কে আজীবন রেশন সুবিধা প্রদান**। বিজিবি দিবস-২০২১ উপলক্ষে সদর দপ্তর বিজিবি, পিলখানা, ঢাকায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভার্চুয়ালী অংশগ্রহণকৃত বিশেষ দরবারে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সদস্যদের অবসর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ পুলিশের ন্যায় ০২ (দুই) জন সদস্যের রেশন প্রদানের ব্যাপারে গত ১৮ নভেম্বর ২০২১ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে গত ০৮ মার্চ ২০২২ তারিখে বিজিবি সদস্যদের অবসরোত্তর আজীবন রেশনের পরিবর্তে রেশন ভাতা প্রদানের নিমিত্তে পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণের জন্য অত্র বাহিনীকে অবগতি স্বাপেক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করে। পরবর্তীতে গত ১৯ মে ২০২২ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্যদের রেশন প্রদানের জন্য পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরূদ্ধার ও বৈশ্বিক বর্তমান সংকটের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধননীতি অনুসরণ করায় অবসরোত্তর বিজিবি সদস্যগণকে আজীবন রেশন সুবিধা প্রদানের প্রস্তাব অধিকতর পরীক্ষা-নীরিক্ষা পুর্বক প্রেরণের জন্য অত্র দপ্তরে পত্র প্রেরণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে গত ০৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে অবসরপ্রাপ্ত বিজিবি সদস্যদের রেশন প্রদানের জন্য পুনরায় প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে অর্থ মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৪। **বীরত্বপুর্ণ/ কৃতিত্বপুর্ণ কাজের স্বীকৃতিস্বরুপ প্রদানকৃত বিভিন্ন পদকের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ প্রসংগে**। গত ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে গণভবনে মহাপরিচালক মহোদয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎকালে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর অপারেশনাল, প্রশাসনিক কার্যক্রম ও জনবল বৃদ্ধিসহ সার্বিক কলেবর বৃদ্ধি পেলেও সে হারে পদক সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়নি। মহাপরিচালক মহোদয় গত ১৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সংগে সাক্ষাৎকালে মহাপরিচালক বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় জ্ঞাতার্থে উপস্থাপন করলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পদকের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে তাঁর সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন। এমতাবস্থায় বিজিবিতে বর্তমানে প্রতিবছরে প্রদানকৃত পদকের সংখ্যা ৬০ (ষাট) টির স্থলে ৯০ (নব্বই) টি বৃদ্ধির ব্যাপারে অত্র সংস্থার পত্র নং ৪৪.০২.১২০৫. ০০৪.০২.৭২৮.২৩.৬২ তারিখ ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাবনা প্রেরণ করা হয়েছে। গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে কোভিড পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনরূদ্ধার ও বৈশ্বিক বর্তমান সংকটরে জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃচ্ছতা সাধননীতি অনুসরণ করায় প্রস্তাবিত পদকরে সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টি অধিকতর পরীক্ষা-নীরিক্ষা পুর্বক প্রেরণের জন্য অত্র দপ্তরে পত্র প্রেরণ করেছে। এ প্রেক্ষিতে প্রতিবছরে প্রদানকৃত পদকের সংখ্যা ৬০ (ষাট) টির স্থলে ৯০ (নব্বই) টি বৃদ্ধির জন্য গত ০৩ এপ্রলি ২০২৩ তারিখে পুনরায় প্রস্তাব প্ররণে করা হয়ছে। গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে জননরিাপত্তা বভিাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সেপ্রেক্ষিতে গত ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে বিধি-বিধান ও সরকারি নির্দেশনা অনুসরণ করে এবং প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সম্মতি/অনুমোদন গ্রহণের আবশ্যকতার বিষয়টি পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে বিষয়টি সিনিয়র সচিব, জননিরাপত্তা বিভাগে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

বীরত্ব ও কৃতিত্বপূর্ণ কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ ২০২২ সালে পদক পরিধানের স্থিরচিত্র

৫। **বিজিবি সদস্যদের কল্যাণে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান**। প্রধানমন্ত্রীর কল্যাণ তহবিল হতে ২০২২ সালে এসএসসি এবং সমমানের পরীক্ষায় লেটার/গ্রেডিং সিস্টেমের আওতায় জিপিএ-৪.০০ বা তদুর্ধ্ব পয়েন্ট প্রাপ্ত ৫৪৫ জন বিজিবি সন্তানের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৫,৪৪,০০০/- (পাঁচ লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৬। **<u>নিহত/আহত বিজিবি সদস্যদের পরিবারকে অনুদান প্রদান</u>।** ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বিজিবি'তে কর্মরত অবস্থায় সরকারী কর্তব্য পালনে দূর্ঘটনায় পতিত হয়ে নিহত ০৬ জন সদস্য/পরিবারের উত্তরাধিকারীদের ৬,০০,০০০/- (ছয় লক্ষ) এবং আহত ১৮ জন সদস্য/পরিবারের উত্তরাধিকারীদের ৯,০০,০০০/- (নয় লক্ষ) টাকাসহ সর্বমোট (৬,০০,০০০/- + ৯,০০,০০০/-) = ১৫,০০,০০০/- (পনের লক্ষ) টাকা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

৭। **<u>সীমান্ত সম্মেলন</u>**। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রেখে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে বিভিন্ন পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও, গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে ভারত পার্শ্বে রিজিয়ন কমান্ডার-বিজিবি ও আইজি-বিএসএফ পর্যায়ে ০২টি সীমান্ত সম্মেলন, বাংলাদেশ ও ভারত পার্শ্বে পর্যায়ক্রমে ০২টি বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলন এবং মায়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে টেকনাফে রিজিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ০১টি সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলন, মায়ানমারের নেপিডা'তে বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) সিনিয়র পর্যায়ে ০১টি সীমান্ত সম্মেলন, সেক্টর কমান্ডার পর্যায়ে ২০টি, নোডাল অফিসার পর্যায়ে ৪টি, ব্যাটালিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে ১০৬টি পতাকা বৈঠক, বিওপি/ক্যাম্প কমান্ডার পর্যায়ে ৫,৪৬২টি এবং ৩৩,১৭৫টি যৌথ সীমান্ত টহল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব বৈঠকের ফলে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সাথে বিরাজমান সুসম্পর্ক জোরদারসহ সীমান্ত অপরাধ কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

গত ১৩-১৬ নভেম্বর ২০২২ ভারতের কলকাতায় অনুষ্ঠিত রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি এবং আইজি, বিএসএফ পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনের স্থিরচিত্র

গত ০৭-০৯ ডিসেম্বর ২০২২ ভারতের আগরতলায় অনুষ্ঠিত রিজিয়ন কমান্ডার, বিজিবি এবং আইজি, বিএসএফ পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনের স্থিরচিত্র

গত ২৫-২৬ মে ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত টেকনাফ, কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) রিজিয়ন কমান্ডার পর্যায়ে সীমান্ত সমন্বয় সম্মেলনের স্থিরচিত্র

গত ২৩-২৭ নভেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত নেপিডো, মায়ানমারে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিজিপি (এমপিএফ) সিনিয়র পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলনের স্থিরচিত্র

গত ১৭-২১ জুলাই ২০২২ তারিখ পর্যন্ত ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলনের স্থিরচিত্র

গত ১১-১৪ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নয়াদিল্লী, ভারতে অনুষ্ঠিত বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে সীমান্ত সম্মেলনের স্থিরচিত্র

৮। **সীমান্তে প্রাণহানির ঘটনা হ্রাস**। বিজিবি ও বিএসএফ এর মধ্যে বিরাজমান সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশেষ করে গত এক বছরে সীমান্ত হত্যার ঘটনা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। তথাপি সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিক নিহতের ঘটনায় বিজিবি'র পক্ষ হতে বিএসএফ এর নিকট লিখিত প্রতিবাদলিপি ও পতাকা বৈঠকের মাধ্যমে জোরালো প্রতিবাদ জানানোর পাশাপাশি দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। বিজিবি'র এসব জোরালো তৎপরতার ফলে সীমান্তে নিহতের ঘটনা শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে বলে আশা করা যায়।

৯। **'ক্রাইম ফ্রি জোন' ঘোষণা**। বিজিবি ও বিএসএফ এর প্রচেষ্টা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় ২০১৮ সালের মার্চ মাসে যশোর সীমান্তের পুটখালী ও দৌলতপুর বিওপি'র মধ্যবর্তী ৮.৩ (আট দশমিক তিন) কিলোমিটার এলাকা প্রথমবারের মতো 'ক্রাইম ফ্রি জোন' বা 'অপরাধমুক্ত এলাকা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এছাড়া সীমান্তের বাংলাদেশ অংশে রেসপন্স ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকারের সার্ভেইল্যান্স ডিভাইস যেমন- ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা, সার্চ লাইট, থার্মাল ইমেজার ইত্যাদি স্থাপন করা হয়েছে। একইসাথে অপরাধ প্রতিরোধে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সীমান্তের অন্যান্য এলাকায় 'ক্রাইম ফ্রি জোন' তৈরীর লক্ষ্যে বিজিবি ও বিএসএফ সমন্বিত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

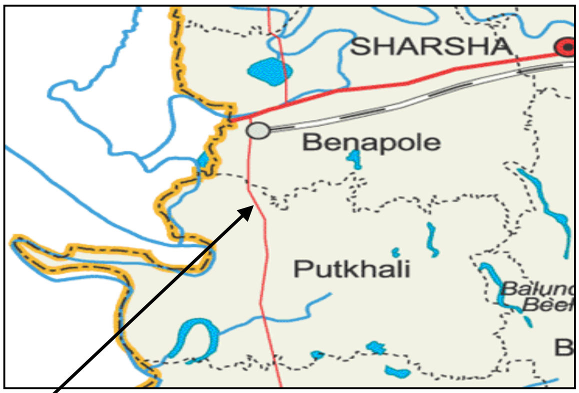

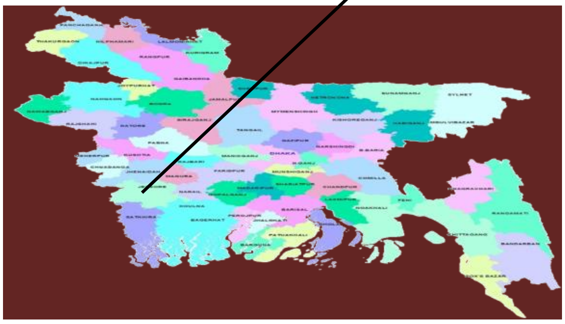

১০। **অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ**। বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছর গুলোতে বিশেষ করে ২০০৯ সাল হতে চলতি বছর পর্যন্ত গৃহীত ও বাস্তবায়িত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ও অর্জনসমূহ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক। **বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১**। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি)-কে আধুনিক ও বিশ্বের অন্যতম সীমান্ত রক্ষী বাহিনী হিসেবে রূপান্তরের নিমিত্তে "বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ ভিশন ২০৪১" এর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সাংগঠনিক কাঠামোতে ১৫,০০০ নতুন পদ সৃজন, ০২টি রিজিয়ন সদর দপ্তর, ০৩টি সেক্টর সদর দপ্তর, ২২টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ০১টি কে-নাইন ইউনিট এন্ড ট্রেনিং সেন্টার, ০১টি রিজার্ভ ব্যাটালিয়ন, ০২টি রিজিয়নাল ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, ০১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন, ০১টি স্টেশন সদর দপ্তর, ০১টি বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ০১টি সীমান্ত মেডিক্যাল কলেজ, ০৬টি লজিস্টিক বেইজ এবং চুয়াডাঙ্গায় নতুন ০১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সৃজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত পরিকল্পনার আলোকে ইতোমধ্যেই ০১টি রিজিয়ন সদর দপ্তর এবং ০২টি বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ন, ০১টি গার্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন ও ০১টি স্টেশন সদর দপ্তর সৃজন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ০২টি ব্যাটালিয়ন (সাভার ও আব্দুল্লাহপুর) খুব শীঘ্রই সৃজন করা হবে এবং আরও ০৫টি বর্ডার গাড ব্যাটালিয়ন সৃজনের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিজিবি ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন হলে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আরও সুসংগঠিত বাহিনী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

খ। **রিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন সৃজন ও বিওপি নির্মাণ**। বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে বিজিবি'র সাংগঠনিক কাঠামো সম্প্রসারণের ধারাবাহিকতায় কক্সবাজার রিজিয়নসহ মোট ৫টি রিজিয়ন সৃজন করে কমান্ডস্তর বিকেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, ঢাকার অভ্যন্তরে নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর ব্যাটালিয়ন সৃজনসহ পার্বত্য এলাকায় নতুন ব্যাটালিয়ন এবং মোট ১৫০টি নতুন বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে সীমান্ত ব্যবস্থাপনা জোরদার করা হয়েছে। সুন্দরবন এলাকায় টহল পরিচালনার সুবিধার্থে ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপন করা হয়েছে।

গ। **বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম**। বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার সীমান্তের ৩২৮ কিলোমিটার স্পর্শকাতর ও ঝুঁকিপূর্ণ সীমান্ত চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে যশোর জেলার পুটখালী সীমান্তে ১৩ কিলোমিটার, সাতক্ষীরা জেলার মাদরা সীমান্তে ১১ কিলোমিটার, দিনাজপুর জেলার হিলি সীমান্তে ১৫ কিলোমিটার এবং কক্সবাজার জেলার টেকনাফ সীমান্তে ১০ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৪৯ কিলোমিটার এলাকায় 'বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও টেকনাফ এবং কক্সবাজার সীমান্তে ৫৫ কিলোমিটার, নওগাঁ জেলার হাঁপানিয়া-করমডাঙ্গা সীমান্তে ১০ কিলোমিটার এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাসুদপুর-জহুরপুরটেক সীমান্ত পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটারসহ সর্বমোট ৮০ কিলোমিটার এলাকায় বর্ডার সার্ভেইল্যান্স এন্ড রেসপন্স সিস্টেম স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর কন্ট্রোল/মনিটরিং রুমের স্থিরচিত্র

সার্ভেইল্যান্স সিস্টেম এর হাইব্রিড টাওয়ার এবং সোলার প্যানেলের স্থির চিত্র

ঘ। **সীমান্তে টহল ও নজরদারিতে সক্ষমতা বৃদ্ধি**। বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবিতে সিপাহী পদে ১১৪৪ জন (পুরুষ-১,০৬৮ জন এবং মহিলা-৭৬ জন) এবং বিভিন্ন অসামরিক পদে ২৮১জন (পুরুষ ২৭৫ জন এবং মহিলা ৬ জন) নিয়োগ, সীমান্তের বিভিন্ন সংকীর্ণ স্থানে টহল পরিচালনার জন্য মোটর সাইকেল সরবরাহ, বাইনোকুলার ও নাইট ভিশন ডিভাইস সরবরাহ, বিএসপি নির্মাণ এবং ডগ স্কোয়াড গঠনের ফলে বিজিবি'র অপারেশনাল সক্ষমতা অতীতের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

৬। **<u>অরক্ষিত সীমান্ত সুরক্ষা</u>**। ভারত এবং মায়ানমার এর সাথে ৫৩৯ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় নতুন ৬২টি বিওপি নির্মাণের মাধ্যমে ৪১২.৫ কিলোমিটার সীমান্ত ইতোমধ্যে নজরদারিতে আনা হয়েছে। আরও ২০টি বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের সীমান্তসহ অবশিষ্ট ৮৬.৫০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত নজরদারীর আওতায় আনার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সুন্দরবনের ৬০ কিলোমিটার অরক্ষিত সীমান্ত এলাকায় ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে ইতোমধ্যে ২০ কিলোমিটার এলাকা সুরক্ষিত হয়েছে। আরও ২টি ভাসমান বিওপি স্থাপনের মাধ্যমে অবশিষ্ট ৪০ কিঃ মিঃ অরক্ষিত সীমান্ত পর্যায়ক্রমে সুরক্ষিত করা হবে।

৯। **<u>প্রশিক্ষণ</u>**। বিজিবি পুনর্গঠনের পাশাপাশি বিজিবি সদস্যদের যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে বিজিবি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান বর্ডার গার্ড ট্রেনিং সেন্টার এন্ড কলেজ এর আধুনিকায়নসহ প্রশিক্ষণ কারিকুলাম ঢেলে সাজিয়ে যুগোপযোগী করা হয়েছে। বিজিটিসিএন্ডসি ছাড়াও দ্বিগরাজ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ রিজিয়ন ও সেক্টর সমূহে বিভিন্ন পেশার সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। গত ০১ জুলাই ২০২২ হতে ৩০ জুন ২০২৩ পর্যন্ত বিজিবি'তে ৮,৬১০ জন এবং সেনাবাহিনী'তে ১১৫ জনসহ সর্বমোট ৮,৭২৫ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ৯৯তম রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণে পুরুষ-৫০২ জন, মহিলা-৩৭ জন সর্বমোট ৫৩৯ জন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এছাড়াও শীতকালীন প্রশিক্ষণে-০৫টি ব্যাটালিয়ন ও ০১টি কোম্পানি এবং বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত প্রশিক্ষণ/সেমিনারে ১৯ জন অংশগ্রহণ করেছেন। নিম্নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন স্থিরচিত্র প্রদত্ত হলো :

গত ০৭ মে ২০২৩ তারিখে বিজিটিসিএন্ডসিতে অনুষ্ঠিত ৯৯তম রিক্রুটি ব্যাচ এর প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

পানছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩ বিজিবি) এর ব্যবস্থাপনায় **ATV** ড্রাইভিং ও রক্ষণাবেক্ষণ ক্যাডার পরিচালনার স্থিরচিত্র

বিজিবি’র হেলিকপ্টারের মাধ্যমে Rappelling & Fast Roping প্রশিক্ষণ পরিচালনার স্থিরচিত্র

বিজিবি’র গোয়েন্দা সদস্যদের কার্যক্রম বৃদ্ধির জন্য ০১ নভেম্বর ২০২২ তারিখে কুমিল্লায় বর্ডার গার্ড স্কুল অব ইন্টেলিজেন্স (বিজিএসআই) নামে একটি প্রশিক্ষণ সেন্টার উদ্বোধনের স্থিরচিত্র

বিজিবি সদস্য ও খেলোয়াড়দের জন্য সেক্টর সদর দপ্তর, ময়মনসিংহে ‘শেখ কামাল ইনডোর স্টেডিয়াম’ নামে একটি আধুনিক ইনডোর স্টেডিয়াম (মাল্টি জিমসহ) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করনের স্থিরচিত্র

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য অর্জন

অপারেশনাল কর্মকান্ড ও সীমান্ত ব্যবস্থাপনায় সাফল্য। বিজিবি কর্তৃক ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) আওতায় বিজিবি সদস্যরা দেশের সীমান্ত রক্ষার সুমহান দায়িত্ব অত্যন্ত দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সাথে পালন করে আসছেন। 'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ আইন-২০১০' অনুযায়ী এ বাহিনীর কার্যাবলি অর্থাৎ সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষা করা, চোরাচালান, নারী ও শিশু এবং মাদক পাচার সংক্রান্ত অপরাধসহ অন্যান্য আন্তঃরাষ্ট্র সীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধ, অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান এবং সরকার কর্তৃক অর্পিত অন্য যেকোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে বিজিবি সদস্যরা দিন-রাত পরিশ্রম করছেন। বিজিবি'র উল্লেখযোগ্য আভিযানিক কর্মকান্ড ও সফলতা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১। **সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ**। সীমান্ত সুরক্ষার মাধ্যমে চোরাচালান প্রতিরোধ করে দেশের অর্থনীতিতে বিজিবি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বিজিবি কর্তৃক গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে সর্বমোট ১,৫২৪ কোটি ৮৭ লক্ষ ৯৮ হাজার ২৬৬ টাকা মূল্যের চোরাচালানী মালামাল জব্দ করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৫ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ২৭টি ভারতীয় মহিষ আটকের স্থিরচিত্র

সুলতানপুর ব্যাটালিয়ন (৬০ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ৩৭৪ পিস ভারতীয় শাড়ী আটকের স্থিরচিত্র

সিলেট ব্যাটালিয়ন (৪৮ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ২১,৬০০ পিস স্কিন শাইন ক্রীম, ৫১৩ পিস জনসন মিল্ক ক্রীম এবং ১.০২০ কেজি চা পাতা আটকের স্থিরচিত্র।

কুমিল্লা ব্যাটালিয়ন (১০ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ৮৪টি শাড়ী, ৮১ টি থ্রীপিস- এবং ৫,৮০০টি বিভিন্ন প্রকার বাজী আটকের স্থিরচিত্র।

২। **মাদক পাচার প্রতিরোধ**। মাদকদ্রব্য পাচারের বিরুদ্ধে বিজিবি 'শূন্য সহিষ্ণুতা' নীতি গ্রহণ করেছে। সীমান্তে বিজিবি'র সার্বক্ষণিক টহল তৎপরতা জোরদার এবং কড়া গোয়েন্দা নজরদারির ফলে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জব্দকৃত মাদকদ্রব্যের মধ্যে ইয়াবা ট্যাবলেট ১,০৫,৭৭,৭০৩ পিস, ফেনসিডিল ২,৩১,০৬৫ বোতল, হেরোইন ১৪০.২৩২ কেজি, বিদেশী মদ ২,৫৭,৩৪৭ বোতল, বিয়ার ৪৪,০৭২ বোতল, দেশী মদ ৩,০৫৮.৭৫ লিটার, গাঁজা ২৮,৫২৪.৯১ কেজি, নেশা জাতীয় ইনজেকশন ৩১,০১৬ টি, আফিম ৪.০৩৮ কেজি এবং, কোকেন ২.৪৪৫ কেজি এবং ক্রিস্টাল মেথ আইস ১০৩.৯১৯ কেজিসহ বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

পত্নীতলা ব্যাটালিয়ন (১৪ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ৪০ বোতল ফেন্সিডিল আটকের স্থিরচিত্র।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যাটালিয়ন (৫৩ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় ০৩ কেজি ১০০ গ্রাম হেরোইন এবং ২,৮৮০ পিস ইয়াবা আটকের স্থিরচিত্র।

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) কর্তৃক আটককৃত ৫০,০০০ পিস ইয়াবা এবং ৪.১৭৫ কেজি ক্রিস্টাল মেথ আইস এর স্থিরচিত্র।

সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩৩ বিজিবি) কর্তৃক ০১ জন আসামীসহ ০২ বোতল এলএসডি এবং ০.৪১৫ কেজি হেরোইন আটকের স্থিরচিত্র।

৩। **স্বর্ণ উদ্ধার**। সীমান্ত দিয়ে স্বর্ণ পাচার প্রতিরোধে বিজিবি'র নিয়মিত সীমান্ত টহল/অভিযানের পাশাপাশি গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। গত ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ২৬৮.১৪০ কেজি স্বর্ণ উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়া ১০৯ জন স্বর্ণ পাচারকারীকে আটক করে থানায় সোপর্দ এবং ১০১ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

খুলনা ব্যাটালিয়ন (২১ বিজিবি) কর্তৃক ০৩ জন আসামীসহ ১৩ কেজি ১৪৩ গ্রাম ওজনের মোট ৬১টি স্বর্ণের বার আটকের স্থিরচিত্র।

যশোর ব্যাটালিয়ন (৪৯ বিজিবি) কর্তৃক ০৪ জন আসামীসহ ১১ কেজি ২৯৫ গ্রাম ওজনের মোট ৫৩টি স্বর্ণের বার আটকের স্থিরচিত্র।

৪। **মানব পাচার প্রতিরোধ।** সীমান্তে নারী ও শিশু পাচারসহ যেকোন ধরনের মানব পাচার প্রতিরোধে বিজিবি'র কঠোর নীতি অনুসরণ ও গোয়েন্দা তৎপরতার ফলে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বিজিবি'র অভিযানে সীমান্তে পাচারের সময় ৬২ জন পুরুষ, ২০ জন নারী ও ১৮ জন শিশু এবং ০৭ জন পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত ২৪ টি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সাতক্ষীরা ব্যাটালিয়ন (৩৩ বিজিবি) কর্তৃক অবৈধভাবে ভারতে পাচারকালে বিজিবি কর্তৃক উদ্ধারকৃত ০৩ জন নারী আটকের স্থিরচিত্র।

টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) কর্তৃক মালয়েশিয়া গমনের উদ্দেশ্যে সীমান্তে পাচারকালে উদ্ধারকৃত ১৫ জন পুরুষ আটকের স্থিরচিত্র।

৫। **অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার**। বিজিবি সমগ্র বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় অপারেশন পরিচালনা করে গত ০১ জুলাই ২০২২ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ০৭ টি রাইফেল, ০৩ টি রিভলবার, ৪৬ টি পিস্তল, ৭৯ টি বিভিন্ন প্রকার গান, ৫৩৭৯ রাউন্ড গুলি, ৩৩ টি ম্যাগাজিন, ৬১ টি বম্ব/মর্টার শেল এবং ৯৯৩.৪০০ কেজি গান পাউডার/এক্সপ্লোসিভ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা ব্যাটালিয়ন (৬ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধারকৃত ভারতীয় এয়ারগান এর স্থিরচিত্র

শ্রীমঙ্গল ব্যাটালিয়ন (৪৬ বিজিবি) কর্তৃক আসামীসহ আটককৃত ভারতীয় গাদা বন্দুক ও গুলির স্থিরচিত্র

নাইক্ষ্যংছড়ি ব্যাটালিয়ন (১১ বিজিবি) কর্তৃক মালিকবিহীন অবস্থায় উদ্ধারকৃত একনলা বন্দুক এবং বিদেশী মদ এর স্থিরচিত্র

৬। **বিজিবি মোতায়েন**। দেশের দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে বন্যা, সাইক্লোন ও ঘূর্নিঝড় কবলিত এলাকায় সাধারণ জনগণের দৈনন্দিন জীবনের বিপর্যয় মূহর্তে বিজিবি কর্তৃক উদ্ধার, মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ প্রদান, পুনবার্সন কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিজিবি ইন এইড টু সিভিল পাওয়ার এর আওতায় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদান, দেশের অভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙখলা রক্ষা, বিভিন্ন নির্বাচন উপলক্ষে মোতায়েন পূর্বক সক্রিয় দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে আসছে। এছাড়াও, দেশের অভ্যন্তরীন গোলযোগ, অগ্নিকান্ড নির্বাপনসহ জরুরী পরিস্থিতিতে অন্যান্য আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি বিজিবি মোতায়েন পূর্বক দায়িত্ব পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ঢাকার বঙ্গাবাজার, নিউমার্কেট ও মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট এ সৃষ্ট অগ্নিকান্ড নির্বাপনে বিজিবি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ পূর্বক দায়িত্ব পালন করেছে।

বঙ্গাবাজারে সৃষ্ট অগ্নিকান্ড নির্বাপনে বিজিবি কর্তৃক উদ্ধার তৎপরতার স্থিরচিত্র	ঘুর্ণিঝড় মোখা উপলক্ষে দূর্গতের মাঝে ত্রাণ বিতরণের স্থিরচিত্র

৭। **ভূমি বিষয়ক**। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হতে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ৪ x বিওপি এবং ১ x বিওপির সংযোগ সড়কের জন্য মোট ৪.১৯ একর জমি অধিগ্রহণের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত হয়।

৮। **ক্লোদিং বিষয়ক।**

ক। **বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ক্রয়।** বিজিবি একটি ঐতিহ্যবাহী সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর প্রতিটি সৈনিকের জানমাল এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের নিরাপত্তার জন্য ২০২১-২০২২ অর্থ বছর হতে বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ক্রয় করতঃ প্রতিটি রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়নে বিতরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরেও নতুনভাবে ২,৮৭৫ টি বুলেট প্রুফ জ্যাকেট ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

খ। **বুলেট প্রুফ হেলমেট ক্রয়**। বিজিবি সৈনিকদের জানমাল এবং অস্ত্র-গোলাবারুদের নিরাপত্তার জন্য ২০২২-২০২৩ অর্থ বছর হতে বুলেট প্রুফ হেলমেট ক্রয় করতঃ প্রতিটি ইউনিটে বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরেও ১,৫০০ টি বুলেট প্রুফ হেলমেট ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গ। **রায়োট কন্ট্রোল আইটেম ক্রয়।** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) একটি আধা সামরিক বাহিনী। এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যকে সর্বদা সীমান্ত রক্ষা, চোরাচালান দমন, নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধসহ অভ্যন্তরীণ আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে দায়িত্ব পালন করতে হয়। এ বাহিনীর প্রতিটি সদস্যের জানমাল এবং অস্ত্র ও গোলাবারুদের নিরাপত্তা রক্ষার্থে ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ২৪ (চব্বিশ সেট) রায়োট কন্ট্রোল আইটেম ক্রয় করা হয়েছে এবং চলতি ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ২,০০০ (দুই হাজার) সেট রায়োট কন্ট্রোল আইটেম ক্রয় কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ঘ। **ডগ স্কোয়াট ড্রেস প্রর্বতন** । বিজিবি ডগ স্কোয়াট/k-9 এ কর্মরত সৈনিকদের জন্য স্মার্ট ও যুগোপযোগী পোষাক নির্বাচন করা হয়েছে যা অতি শীঘ্রই প্রবর্তন করা হবে।

ঙ। **<u>বিছানার চাদর (ডাবল ও সিংগেল) বালিশের কভারসহ এবং বালিশ প্রবর্তন</u>**। বিজিবিতে কর্মরত সকল সদস্যদের ব্যবহারের জন্য বিছানার চাদর ও বালিশ (বিবাহিতদের জন্য ডাবল চাদর ও অবিবাহিতদের জন্য সিংগেল চাদর) প্রমিতকরণ করা হয়েছে। বর্তমান ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে ৫৮,০০০ টি বিছানার চাদর-ডাবল ও সিংগেল (বালিশের কভারসহ) এবং বালিশ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রাপ্তি সাপেক্ষে সকল রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়নের সৈনিকদের মাঝে বিতরণ করা হবে।

চ। **<u>কম্ব্যাট ইউনিফর্ম (শার্ট) এর হাতা সদর ভাজ প্রবর্তন</u>**। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ কর্মরত সকল অফিসার, জেসিও এবং অন্যান্য পদবীর সদস্যদের কম্ব্যাট ইউনিফর্ম (শার্ট) এর হাতা সদর ভাজ প্রবর্তন করা হয়েছে। কম্ব্যাট ইউনিফর্ম (শার্ট) এর হাতা সদর ভাজ প্রবর্তন করায় প্রতি সেট কাপড় তৈরীতে অতিরিক্ত ০.১০ মিটার কাপড় প্রয়োজন হবে বিধায় প্রাধিকৃত কাপড়ের পরিমান ৩.২০ মিটার এর স্থলে ৩.৩০ মিটার নির্ধারণ করা হয়েছে।

ছ। **<u>ট্রাকস্যুট (গেইম ড্রেস) প্রবর্তন</u>**। বিজিবি'তে কর্মরত সকল পুরুষ সৈনিকদের জন্য ০২ (দুই) সেট করে ট্র্যাক স্যুট (গেইম ড্রেস) প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে ১,০১,৭৪৪ (এক লক্ষ এক হাজার সাতশত চুয়াল্লিশ) সেট ট্র্যাক স্যুট (গেইম ড্রেস) ক্রয় করতঃ সৈনিকদের মাঝে ইতিমধ্যে ০১ সেট বিতরন করা হয়েছে এবং ০১ সেট বিতরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

জ। **<u>কোট উইন্টার (কম্ব্যাট ফোর কালার) ব্যক্তিগত ইস্যু এবং এর রং ও গুনগতমান উন্নয়ন</u>**। বিজিবি'তে ইতোপূর্বে যে কোট উইন্টার ব্যবহার করা হতো তার রং এর পরিবর্তন করে বর্তমানে ব্যবহৃত কম্ব্যাট প্রিন্টেড ফোর কালার কাপড়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর গুনগত মান উন্নয়ন করতঃ সকল সৈনিকদের মাঝে বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়াও কোট উইন্টার ইউনিট আইটেম হিসেবে ব্যবহার করা হতো যা ব্যবহার শেষে ইউনিট স্টোরে জমা করা হতো। মহাপরিচালক মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিজিবিতে কর্মরত সকল বিজিবি সদস্যদের জন্য ব্যক্তিগত ইস্যু হিসেবে ০১ (এক) টি করে কোট উইন্টার ক্যামোঃ ফোর কালার চলতি ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ক্রয় করতঃ বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়, যা ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক বর্ডার অবজারভেশন পোস্টে নতুন করে ১৭টি এরিয়াল মাস্ট টাওয়ার স্থাপন করা হয়। উক্ত এরিয়াল মাস্ট টাওয়ার স্থাপন করায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হওয়ায় বিজিবি সদস্যগণ চোরাচালান ও অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

১০। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে ৩৫ টি বিওপিতে দূর্গম পার্বত্য এলাকায় মোবাইল নেটওয়ার্ক বিহীন প্রত্যন্ত বিওপি'তে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ এর ভি-স্যাট প্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মরত বিজিবি সদস্যগণ তাদের পরিবারের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগের জন্য ইন্টারনেট সেবা এবং টেলিফোন সুবিধা সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

১১। যোগাযোগ শাখার তত্ত্বাবধানে আইসিটি ব্যাটালিয়ন, ঢাকা এর ব্যবস্থাপনায় গত ০৭-১১ মে ২০২৩ তারিখ VSat Terminal স্থাপন প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়।

১২। সদর দপ্তর বিজিবি পিলখানায় সপরিবারে বসবাসরত সকল বিজিবি সদস্য এবং অসামরিক কর্মচারীদের বাসস্থানে ইন্টারনেট সংযোগ সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন চলমান।

১৩। দৈনন্দিন দাপ্তরিক ও প্রশাসনিক কাজকে সহজ করার লক্ষে বিজিবি'র নিজস্ব মেইল সার্ভার, এ্যাক্টিভ ডিরেক্টরী ও এক্সচেঞ্জ মেইল সার্ভার সহ অন্যান্য সার্ভার Rack বেসড হতে HCI (Hyper Converged Infrastructure)এ Upgration করা হয়েছে। বর্তমানে HCI সর্বাধুনিক সার্ভার স্থাপনের মাধ্যমে বিজিবি'র সকল অনলাইন অটোমেটিক কার্যক্রম অনেক বেগমান ও সুরক্ষিত হয়েছে।

চ-২

১৪। **Report to BGB** নামে সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনের অংশ হিসেবে একটি মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন তৈরী করা হয়েছে। এই এ্যাপের মাধ্যমে জনসাধারণ কর্তৃক পাঠানো তথ্য যাচাই বাছাই করে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সীমান্ত সুরক্ষা, চোরাচালানসহ যে কোন সীমান্ত অপরাধ এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বিজিবি দ্রুতকার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণসহ দেশের সকল পর্যায়ের জনসাধারণকে সেবা প্রদান করতে পারবে।

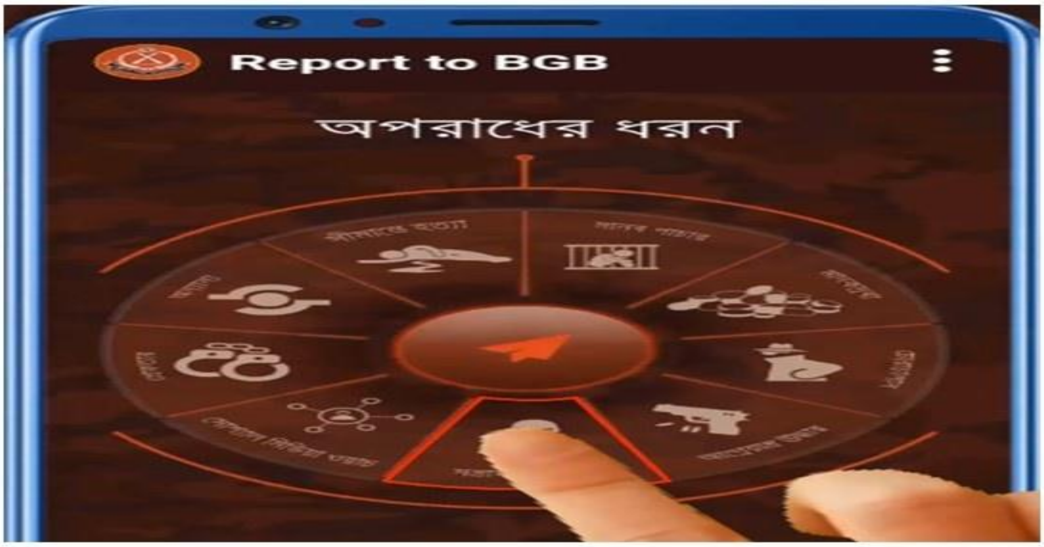

১৫। INTEGRATED DATA & INFORMATION MANAGEMENT (iDIM) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে বিজিবি'র দৈনন্দিন কার্যক্রম দ্রুততার সাথে নির্ভুলতার সাথে করা সম্ভব হচ্ছে। বর্নিত সফটওয়্যার ভারসন-১ হতে ভারসন-২ এ উন্নীত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া হসপিটালইন ফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (HMIS) সফটওয়্যার দ্বারা বর্তমানে বিজিবিতে ডিজিটাল প্রেসস্ক্রিপসন, টেলিমেডিসিন, অনলাইন রিপোর্ট প্রদান এবং মেডিক্যাল তথ্য সংরক্ষণসহ নানাবিধ কার্যক্রম সহজেই সম্পাদিত হচ্ছে।

১৬। ডাটা সেন্টার এর সাথে ডিআর সাইট এর সংযাগ ব্যবস্থাকে আরো উন্নত, গতিশীল ও কাঠামোবদ্ধ করা হয়েছে যার ফলে পিলখানাস্থ ডাটা সেন্টারের সকল ডাটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে যশোর ডিআর সাইটে রক্ষিত হওয়ায় মাধ্যমে ডাটা সুরক্ষা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৭। রেডিও লিংক এর পরিবর্তে ফাইবার অপটিক্যাল ক্যাবল স্থাপনের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যমান বিজিবি'র নানাবিধ স্থাপনা সমূহের সাথে উন্নত যোগাযোগের ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছে।

১৮। বর্ডার গার্ড ট্রেনিং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দ্বিগরাজ, খুলনায় সিগন্যাল পেশার কোর্স সমূহ পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ০১টি প্রশিক্ষণ সেড নির্মাণ করা হয়েছে ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সামগ্রী সরবরাহ করা হয়েছে।

১৯। বর্ডার গার্ড ট্রেনিং টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার, দ্বিগরাজ, খুলনায় সিগন্যাল পেশার কোর্স সমূহ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নতুনভাবে ০১টি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব তৈরী করা হয়েছে।

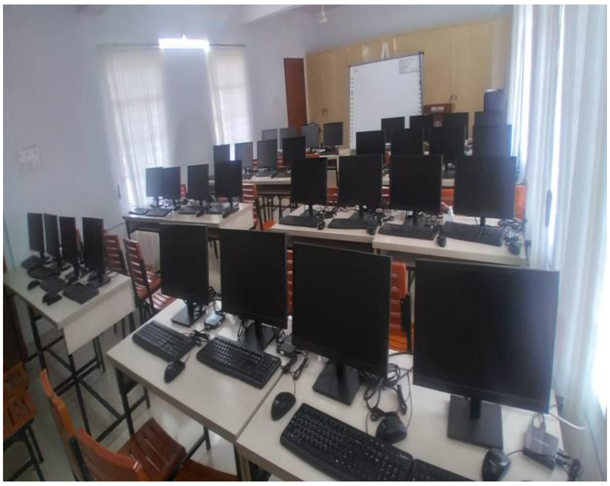

২০। বিজিবি'র নিয়োগ পদ্ধতিতে আধুনিকায়ন এবং স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়নের লক্ষে Web Based E-Recruitment সফটওয়্যার প্রনয়ণ করা হয়েছে। গত ০৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে মহাপরিচালক, বিজিবি E-Recruitment সফটওয়্যারটি উদ্বোধন করেন।

২১। মাইটেল এক্সচেঞ্জ একটি আইপিফোন এক্সচেঞ্জ যা পিলখানা এবং পিলখানার বাইরের সেক্টর, রিজিয়ন, ব্যাটালিয়নের আইপি ফোন এবং মোবাইল ফোনে কানেক্ট করার জন্য ব্যবহারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

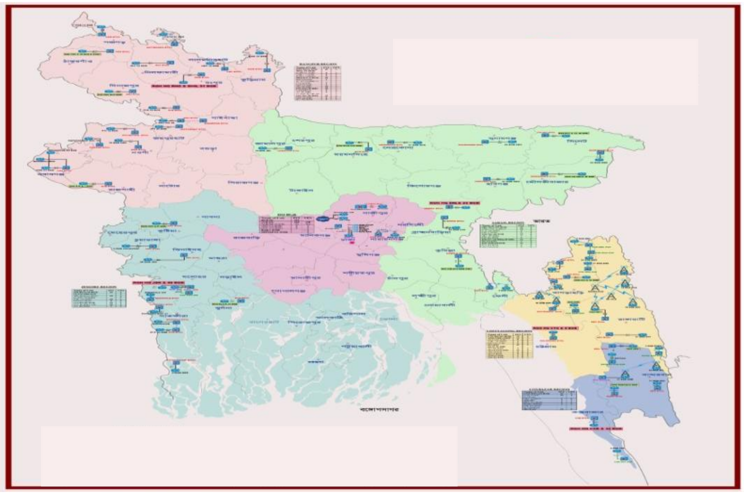

২২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি করার জন্য ডিএমআর ভিএইচএফ রিপিটার ৫০ ওয়াট-০৫ টি, ডিএমআর ভিএইচএফ বেইজ সেট ৪৫ ওয়াট-২০ টি, ডিএমআর ভিএইচএফ ওয়াকিটকি সেট ০৫ ওয়াট-৩০০ টি, ডিএমআর ইউএইচএফ বেইজ সেট ৪৫ ওয়াট-০৫ টি এবং ডিএমআর ইউএইচএফ ওয়াকিটকি সেট ০৫ ওয়াট-২০০ টি সহ সর্বমোট ৫৩০ টি ডিএমআর সেট ক্রয় করা হয়েছে। ডিএমআর সেট দিয়ে সদর দপ্তর দপ্তর বর্ডার গার্ড হতে সকলরিজিয়ন, সেক্টর, ব্যাটালিয়ন এবং বিওপি পর্যায়ে যোগাযোগ করা সম্ভব হচ্ছে।

২৩। ২০২৩ সালে সীমান্তবর্তী অঞ্চলে বিজিবি'র দায়িত্বপূর্ণ এলাকায় মোবাইল সেবা প্রদানকারী কোম্পানী সমূহের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে মোট ৭১টি (গ্রামীণফোন-২২টি, রবি-৪২টি এবং বাংলালিংক-০৭টি) বিটিএস স্থাপনের অনুমতি প্রদানের মাধ্যমে সীমান্তবর্তী জনগণ এবং বিওপিতে কর্মরত বিজিবি সদস্যগণের কাছে টেলিযোগাযোগ সুবিধা পৌছে দেয়া হয়েছে। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এ গ্রামীণফোন ও রবি এর কর্পোরেট কলরেট পূর্ণঃ নির্ধারনের মাধ্যমে পূর্বের তুলনায় সাশ্রয়ী কলরেট এবং ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। ফলে বিজিবি সদস্যগণ আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে।

২৪। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ কর্তৃক সীমান্তে গুরুত্বপূর্ণ আইসিপি গুলোতে সার্ভেল্যান্স সিস্টেম ক্যামেরা স্থাপন করা হয়। উক্ত ক্যামেরা স্থাপন করাতে সীমান্তে চোরাচালান দমন ও সীমান্তে নজরদারী করা এবং অপারেশনাল কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।

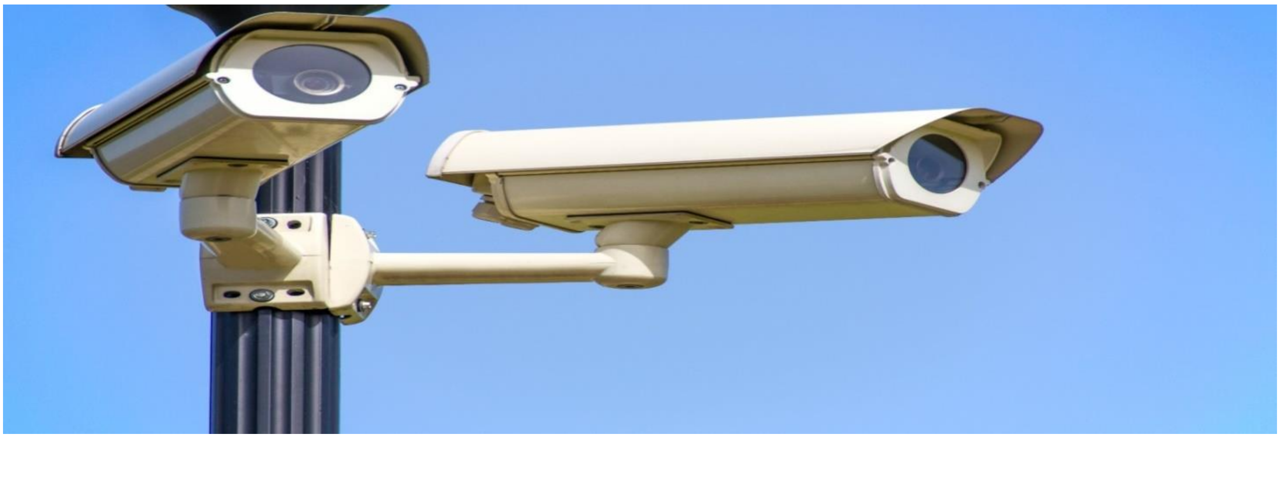

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কাজের স্বীকৃতি/পুরস্কার/অর্জন

১। **এপিএ ও শুদ্ধাচার পুরস্কার**। গত ২০২১-২০২২ অর্থ বছরে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর জননিরাপত্তা বিভাগের সাথে আওতাধীন ০৬টি দপ্তর/অধিদপ্তরসমূহের (বিজিবি, পুলিশ, আনসার, কোস্টগার্ড, এনটিএমসি এবং জাতীয় তদন্ত সংস্থা) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ''বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' প্রথম স্থান অর্জন করেছে যা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

২। **রোহিঙ্গা সংকট ব্যবস্থাপনা**। মায়ানমারের জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত নাগরিকেরা (রোহিঙ্গা) আত্মরক্ষার্থে গত আগস্ট ২০১৭ হতে সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশকালে বিজিবি তাদের সাথে অত্যন্ত মানবিক আচরণ করেছে। এছাড়া রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাময়িক আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান, চিকিৎসা সহায়তা, আশ্রয় কেন্দ্রে স্থানান্তর ও রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমে বিজিবি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিজিবি'র এই মানবিক সহায়তা দেশের জনসাধারণের কাছে ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এ বাহিনী তথা বাংলাদেশের সুনাম ও মর্যাদা অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

৩। **ক্রীড়া ক্ষেত্রে বিজিবি'র সাফল্য**। বর্ডার গার্ড ক্রীড়া বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় বিজিবি'র নিয়মিত খেলোয়াড়বৃন্দ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া ইভেন্টে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে চলেছে। এরই ধারাবাহিকতায় আন্তর্জাতিক, জাতীয় এবং ফেডারেশন পর্যায়ে ব্যক্তিগতভাবে ২২ টি স্বর্ণ, ১৫ টি রৌপ্য ও ২২ টি তাম্র পদক অর্জন করে। এছাড়াও হ্যান্ডবল ও জুডো প্রতিযোগিতায় বিজিবি দলগত 'চ্যাম্পিয়ন'হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

আন্তঃ বাহিনী জুডো প্রতিযোগিতায় বিজিবি দলগত চ্যাম্পিয়ন এর স্থিরচিত্র

ওয়ালটন ফেডারেশন কাপ হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

আন্তঃ বাহিনী জুডো প্রতিযোগিতা-২০২৩ এ বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

জাতীয় হ্যান্ডবল প্রতিযোগিতায় বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রণীত উল্লেখযোগ্য নীতি, আইন ও পরিকল্পনা

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ভবিষ্যত পরিকল্পনা সমূহ নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

ক। **দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় বিজিবি কর্তৃক ড্রোন ক্রয়**। বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সীমান্ত এলাকা বিশেষ করে পার্বত্য অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রাখা, দুস্কৃতিকারীদের কর্মকান্ড/গতিবিধি মনিটরিং করার জন্য ০২টি ড্রোন (MATRICE 30 SERIES DRONE Model No M30T (International Version) ক্রয়ের পরিকল্পনা করা হয়। এ প্রেক্ষিতে গত ২২ জুন ২০২৩ তারিখে ড্রোন ক্রয়ের নীতিগত অনুমোদন এবং বিমানবন্দর হতে ছাড়করণের অনুমতি প্রদানের জন্য অনুরোধ জানিয়ে জননিরাপত্তা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পত্রালাপ করা হয়।

খ। **আইসি/এলসিপিতে সিসি টিভি স্থাপনের পরিকল্পনা।** বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও নাগরিকদের যাতায়াত/গমনাগমনের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সংস্কৃতির আদান-প্রদান ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধিতে আইসিপি সমূহের গুরুত্ব বিবেচনায় সকল আইসিপি'তে বিজিবি অন্যান্য সংস্থার পাশাপাশি যুগপৎভাবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই কার্যক্রমকে গতিশীল করতে আইসিপিতে বিজিবি'র কার্যক্রমকে সিসিটিভি পর্যবেক্ষণের আওতায় আনার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবির ০৫টি আইসিপি/এলসিপি'তে সিসিটিভি স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পরবর্তীতে সকল আইসিপি/এলসিপি'তে পর্যায়ক্রমে সিসিটিভি স্থাপন করা হবে।

২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, পদক্ষেপ ও কর্মকান্ড

১। **নির্মাণ সংক্রান্ত।**

(১) **"সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ"** শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদিত হয়। অনুমোদিত প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৩৫২.০৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ জানুয়ারি ২০২১ হতে ৩০ জুন ২০২৩ তারিখ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপিতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত রয়েছে এবং ৭৩টি বিওপি'র নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, বিওপি নির্মাণ কাজের স্থিরচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

'সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তিস্তা-২ ব্যাটালিয়ন (৬১ বিজিবি) এর অধীনস্থ এক তলা বিশিষ্ট পঁয়ষট্টিবাড়ী কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি'র স্থিরচিত্র।

'সীমান্ত এলাকায় বিজিবি'র ৭৩টি কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নীলফামারী ব্যাটালিয়ন (৫৬ বিজিবি) এর অধীনস্থ এক তলা বিশিষ্ট ভুজুরীপাড়া কম্পোজিট/আধুনিক বিওপি'র স্থিরচিত্র।

(২) **"বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ ব্যাটালিয়নের (৬২ বিজিবি) অবকাঠামোগত বিভিন্ন স্থাপনা"** নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ০১ জুন ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) সভায় অনুমোদন প্রদান করেছেন। অনুমোদিত প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৭২১.০৮ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ০১ জুলাই ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত। প্রকল্পের মেয়াদকালে কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্তে প্রকল্পের কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পন্নের নিমিত্তে ডিপিপি'র বিভাজন অনুযায়ী ১০টি বিভিন্ন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য দরপত্র ইলেকট্রনিক গভর্নমেন্ট প্রকিউরমেন্ট (ই-জিপি) পদ্ধতিতে সম্পন্ন করতঃ ঠিকাদার নিয়োগ পূর্বক নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, নির্মাণ কাজের স্থিরচিত্র নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

'বর্ডার গর্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন স্থাপনা' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের সৈনিক ব্যারাক এবং জেসিও'স মেস নির্মাণ কাজের স্থিরচিত্র

'বর্ডার গর্ড বাংলাদেশ এর নবসৃজিত নারায়ণগঞ্জ (৬২ বিজিবি) ব্যাটালিয়নের বিভিন্ন স্থাপনা' নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডাইনিং হল, কুক হাউজ এবং চিত্তবিনোদন কক্ষ নির্মাণ কাজের স্থিরচিত্র।

২। **চিকিৎসা।** হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদানের জন্য অত্র হাসপাতালে Cath Lab স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ক্যাথ ল্যাবে ২৪৩ জন হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীকে (২৪৩টি CAG এবং ১০৭ টি PTCA) অপারেশন সম্পন্ন করা হয়েছে। ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের সুচিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে গত ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় Cancer & Chemotherapy Centre স্থাপন করতঃ প্রতি মাসে গড়ে ৭০-৭৫ জন ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হচ্ছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় জরুরী ডেঙ্গু রোগীদের সুচিকিৎসা নিশ্চিতকল্পে Fresh frozen plasma সরবরাহের জন্য Refrigratged Centrifuge Machine for blood bag ইতোমধ্যেই স্থাপন করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, ঢাকায় আধুনিক Stroke Center, Palliative HDU, Dengue Crisis Management Center স্থাপন করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া, চুয়াডাংগা, ঠাকুরগাঁও ও গুইমারা হাসপাতালের আইসিইউ, ইমারজেন্সি ও ক্যাজুয়ালিটি বিভাগে আধুনিক

ICU Bed স্থাপনসহ সার্বিক পুনর্বিন্যাস ও সংস্কারের মাধ্যমে হাসপাতাল সমূহ বর্তমানে সার্বিকভাবে অপারেশনাল অবস্থায় রয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, সাতকানিয়া এর ফিজিওথেরাপী বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগের সকল যন্ত্রপাতি সচল করতঃ পূর্ণ অপারেশনাল করা হয়েছে। বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগায় হাসপাতাল বিল্ডিং এর উপরে স্থাপিত ৪২ টি প্যানেল দ্বারা ৩০ টি ব্যাটারীর (১৬ প্লেট ২০০ এএমএইচ) সোলার প্যানেলটির দীর্ঘদিনের যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামত করে এপ্রিল ২০২৩ মাসে পূর্ণ অপারেশনাল করা হয়। যার ফলে হাসপাতালের বিকল্প বিদ্যুতের সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে।

Cath Lab এ Operation এর স্থিরচিত্র

Cancer & Chemotherapy Center স্থাপনের স্থিরচিত্র

বর্ডার গার্ড হাসপাতাল, চুয়াডাংগার বিদ্যমান ইমারেজেন্সি এবং ক্যাজুয়ালিটি ইউনিট আধুনিকায়ন এর স্থিরচিত্র

বর্ডার গার্ড হাসপাতাল সাতকানিয়া আইসিইউ সংস্কারের স্থিরচিত্র

গত ০৬ মে ২০২৩ তারিখে মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক সাতকানিয়া হাসপাতাল পরিদর্শনে ইমারজেন্সি এন্ড ক্যাজুয়ালিটি ওয়ার্ড, আইসিইউ বিভাগ, ফিজিওথেরাপী বিভাগ, প্যাথলজি বিভাগ, রুপান্তরিত পোষ্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড সংস্কারের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক ১৫ এপ্রিল ২০২৩ তারিখে গুইমারা হাসপাতাল পরিদর্শনের স্থিরচিত্র

৩। **<u>বিজিবি এয়ার উইং</u>।** গত ২০২২-২৩ অর্থ বছরের বিজিবি এয়ার উইং কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য/ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ

২৩ এপ্রিল ২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয় বিজিবি হেলিকপ্টারযোগে খাগড়াছড়ি ব্যাটালিয়ন (৩২ বিজিবি) এর অধীনস্থ নাড়াইছড়ি বিওপি পরিদর্শন করেন।

০৭ মে ২০২৩ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ৯১তম ব্যাচ রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিজিটিসিএন্ডসি গমন ।

০৬ মে ২০২৩ তারখি বিজিবি হেলিকপ্টারযোগে রামু ব্যাটালিয়ন (৩০ বিজিবি) এর অধিনস্থ মোড়ানীপাড়া বিওপি হতে মুমূর্ষু রোগীকে উন্নত চিকিৎসার নিমিত্তে ০১টি MEDEVAC মিশন পরিচালনা করা হয়।

০৭ মে ২০২৩ তারিখ মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক ৯১তম ব্যাচ রিক্রুট মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে বিজিটিসিএন্ডসি গমন।

১৬ মে ২০২৩ তারিখ মহাপরিচালক মহোদয় কর্তৃক বিজিবি হেলিকপ্টারযোগে টেকনাফ ব্যাটালিয়ন (২ বিজিবি) এর দায়িত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকা পরিদর্শন এবং ঘূর্ণিঝড় (MOCHA) এ ক্ষতিগ্রস্থ জনসাধারণের মাঝে ত্রাণ বিতরণ ।

গৃহীত উদ্যোগ ও কার্যক্রম বাস্তবায়নে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ভূমিকা।

১। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিক নির্দেশনা ও অনুশাসনে অনাবাদী জমির সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে "এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে" মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই অনুশাসন যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর প্রতিটি রিজিয়ন/সেক্টর/ব্যাটালিয়ন সদর ও অধীনস্থ বিওপি/ক্যাম্প পর্যায়ে শাক-সবজি চাষাবাদ এবং হাস-মুরগি, গবাদি পশু পালন করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিজস্বভাবে উৎপাদিত শাক-সবজি এবং হাস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের মাধ্যমে বিজিবি'র নিজস্ব চাহিদা পূরণের পাশাপাশি ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার সাথে মিল রেখে দেশের জনগণের পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

২। **<u>বনায়ন/বৃক্ষরোপনঃ</u>** বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী-২০২৩ এর আওতায় সদর দপ্তর বিজিবিসহ রিজিয়ন/ সেক্টর/ ইউনিট সদর এবং সীমান্তবর্তী বিওপি পর্যায়ে বৃক্ষ রোপন করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে বৃক্ষ রোপনের জন্য গাছে চারা বিতরণ করা হয়। বিজিবি কর্তৃক বনায়ন/বৃক্ষরোপনের ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণসহ প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় অবদান রাখছে। এছাড়াও, জীববৈচিত্র্য সমৃদ্ধ টেকসই পরিবেশ সংরক্ষণ, কার্বন আধার সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক দূর্যোগ মোকাবিলা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে বৃক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

৩। **<u>মৎস পোনা অবমুক্তকরণঃ</u>** জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে বিজিবি'র মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচীর উদ্বোধন 'নিরাপদ মাছে ভরবো দেশ, গড়বো স্মার্ট বাংলাদেশ' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ এর সফল বাস্তবায়নে বিজিবি মৎস্য পোনা অবমুক্তকরণ কর্মসূচী পালন করে। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৩ উপলক্ষে বিজিবি'র রিজিয়ন/সেক্টর/ ব্যাটালিয়ন পর্যায়ে পুকুরে বিভিন্ন প্রজাতির মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিজিবি নিজস্ব পুষ্টি ও আমিষের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

৪। বিজিবি সীমান্ত আলোকিত প্রকল্পের আওতায় সীমান্তের প্রান্তিক জনসাধারণকে চোরাচালান হতে দূরে সরে এনে স্বাভাবিক জীবনযাত্রাতে উদ্বুদ্ধকরণঃ

ক। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে চোরাচালান এর কুফল সম্পর্কে প্রেষণা প্রদান/গণশুনানী/স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে নিয়মিত মত বিনিময় সভা আয়োজন করা হচ্ছে।

খ। সীমান্তবর্তী জনসাধারণকে বিভিন্ন ক্ষুদ্র আর্থিক সহায়তা (সেলাই মেশিন, রিক্সা, ভ্যান, টিউবওয়েল, গবাদি পশু, ঢেউটিন ইত্যাদি) প্রদানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী করা হচ্ছে।

৫। বিজিবি সদস্যগণ সীমান্তে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অবৈধ মাদকদ্রব্য চোরাচালান প্রতিরোধের মাধ্যমে দেশের যুব সমাজের সুস্থ বিকাশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে।

৬। বিএসএফ/বিজিপি (এমপিএফ) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সীমান্তবর্তী অধিবাসীদের সাথে এদেশের প্রান্তিক জনসাধারণের সম্পর্ক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

১১। **উপসংহার**। বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ এর সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণের লক্ষ্যে সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টা, যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাহিনীর সদস্যদের কর্মস্পৃহা, মনোবল, দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশবাসীর আস্থা ও ভালবাসায় সিক্ত 'সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরী' বিজিবি সদস্যরা সার্বক্ষণিক দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত থেকে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।